যুগান্তর

তারিখ ২০ DEC 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শেবাচিম হাসপাতালে নিয়োগ বাণিজ্য

বরিশাল ব্যুরো

শেরেবাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালে নিয়োগপত্র ছাড়াই জনবল নিয়োগ, মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিতের নির্দেশ এবং ওই স্থগিতের নির্দেশ থাকার পর নিয়োগপত্র প্রদান কার্যক্রম শুরুর অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, শুক্রবার ছুটির দিনে গত এক সপ্তাহের হাজিরাও নেয়া হয় সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের। যাদের মধ্যে রয়েছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তার দুই স্ত্রী, শ্যালক, পরিচালকের পিএ'র নিজস্ব লোকজনসহ ২৫৫ জন। যেখান থেকে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে কোটি টাকা। এই ঘটনার পর হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুল জলিলকে স্ট্যান্ডরিলিজ করা হয়েছে। প্রায় এক যুগ ধরে শেবাচিম হাসপাতালে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের চেষ্টা চালাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। প্রতিবারই নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কখনও রাজনৈতিক দলের নেতারা আবার কখনও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘুষ-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে এ নিয়োগ প্রক্রিয়া। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ১৭২ জনের লোকবল চেয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। যার বিপরীতে প্রায় ১০ হাজার প্রার্থী আবেদন করেন। নিয়োগ কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই বিভিন্নভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে এ প্রক্রিয়া। এমনকি মাঝে দুই প্রার্থীর মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুদিনের জন্য এ কার্যক্রম স্থগিতও করেন আদালত। এর মধ্যে দুর্নীতির অভিযোগে ওএসডি হয়ে যান পরিচালক ডা. কামরুল হাসান সেলিম। চলতি বছর ২৪ আগস্ট হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধান ডা. নিজাম উদ্দিন ফারুক পরিচালক পদে নিয়োগ পান। এর পরপরই নিয়োগের জন্য উঠেপড়ে লাগেন তিনি। মাত্র তিন মাসের মধ্যে সব কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়োগের সব কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। এমনকি ১৭২ জনের পরিবর্তে সেখানে আরও ৮৩ জন বৃদ্ধি করে ২৫৫ জনের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। ১ থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের মৌখিক পরীক্ষা ও নিয়োগদানও সম্পন্ন করা হয়। নামকাওয়াস্তে আয়োজিত মৌখিক পরীক্ষায় ডাক পান শুধু তারা, যাদের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে কর্তৃপক্ষের চুক্তি হয়েছিল। ওই দিনই তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়ার সময়সূচি জানিয়ে দেয়া হয়। এরপর তড়িঘড়ি করে পরদিনই তাদের কোনোরকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা ছাড়াই স্বাস্থ্য পরীক্ষার সার্টিফিকেট ধরিয়ে কাজে যোগদান করানো হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুল জলিলের দুই স্ত্রী নাসিমা হক ডেইজি ও সালমা, শ্যালক মাসুদুল হাসান, সুপারিশকৃত ফয়সাল, আবু বকর, হাফিজুর রহমান, জেসমিন, আবদুর রহিম ভূঁইয়া, পপি খান, মামুন রনি, সাইফুল ইসলামসহ ১২ জন। রয়েছেন হাসপাতালের পরিচালকের পিএ সৈয়দ আসলাম মান্নানের সুপারিশকৃত জিয়াউর রহমান, মনিরসহ ৮-১০ জন। ওয়ার্ড মাস্টার জসিমের সুপারিশ করা সাব্বির, জুয়েল, রিতা রানী, মোর্শেদা আক্তার, পারভিনসহ ১০ জন। এভাবে হাসপাতালের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে নার্স, আয়া সবারই অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, তাদের কাছ থেকে ৫-১০ লাখ টাকা করে নেয়া হয়েছে। এদিকে নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিতের নির্দেশ দেয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হাবিবুর রহমান যুগান্তরকে জানান, নিয়োগ কার্যক্রমটি মূলত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেখার কথা। অনিয়মের অভিযোগে মন্ত্রী কার্যক্রম স্থগিতের নির্দেশ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ওই কার্যক্রম স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে ওই নির্দেশের ফ্যাক্স বার্তা বরিশালে পৌঁছলেও বিষয়টি চেপে যান হাসপাতালের কর্মকর্তারা। উল্টো স্থগিতাদেশ পাওয়ার পর অনেক কর্মচারীকে কাজে যোগদান করানো হয়। এমনকি শুক্রবার তাদের পূর্বের হাজিরার খাতায় স্বাক্ষরও রাখা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে জানতে হাসপাতালের পরিচালক ডা. নিজাম উদ্দিন ফারুকের মোবাইল নম্বরে ফোন করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়। উপপরিচালক ডা. শহিদুল ইসলামের ফোনটি সচল থাকলেও তিনি রিসিভ করেননি।

প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে স্ট্যান্ডরিলিজ